49898 - নারীদরে মসজদিরে উদ্দশ্যে বরে হওয়ার শর্তসমূহ

প্রশ্ন

একজন নারীর জন্য কি তাহাজ্জুদরে সালাত আদায় করার জন্য মাহরমে ছাড়া মসজদিে যাওয়া জায়যে? যহেতেু মসজদিটি বাড়রি পাশইে অবস্থতি। কন্িতু বাড়রি পুরুষ লোকরো এই সালাত আদায় করে না

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নামায আদায় করার জন্য নারীদরে মসজদিে যাওয়া জায়যে আছে। তবে কছিু শর্ত আছে। এই শর্তসমূহরে মধ্যে 'মাহরমে সঙ্গে থাকতে হবে' এমন কোন শর্তনইে। তাই সালাতরে আদায়রে জন্য মাহরমে ছাড়া মসজদিে যতেে কোন বাধা নইে।

ফাতাওয়াল্ লাজনাহ আদ্দায়মিা (ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিরি ফতোয়াসমগ্র) ৭/৩৩২) তে এসছে: সালাত আদায় করার জন্য মুসলমি নারীর মসজদিে যাওয়া জায়যে। কোন নারী তার স্বামীর কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইলে স্বামী তাকে নষিধে করতে পারবে না; যদি তনিি পর্দা করে বরে হন এবং তার শরীররে এমন কছিু উন্মুক্ত না থাকে যা গায়রে-মাহরমে কউে দখো হারাম। এর দলীল হচ্ছ- ইবনে উমর (রাঃ) বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনছে: "আপনাদরে নারীরা যদি আপনাদরে কাছে মসজদিে যাওয়ার অনুমতি চায়, তাহলে তাদরেকে অনুমতি দনি।"অন্য এক রওেয়ায়তে এসছে- "নারীদরেকে তাদরে মসজদিে যাওয়ার অধকিার থকেে বঞ্চতি করবনে না, যদি তাঁরা আপানাদরে কাছে অনুমতি চায়।"বলিাল বললনে (তনিি হলনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর(রাঃ) এর পুত্র: আল্লাহর কসম আমি তাদরেকে (নারীদরেকে) অবশ্যই নষিধে করব।তখন তাকে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)বললনে: আমি বলছি, "রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবলছেনে" আর তুমি বলছ "অবশ্যই আমি তাদরেকে নষিধে করব?"[সহীহ মুসলমি (৪৪২)।] তবে নারী যদি পর্দা না করে এবং তার শরীররে এমন কোন অংশ উন্মুক্ত থাকে যা গায়রে মাহরমে পুরুষরে দখো হারাম অথবা নারী সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে তার জন্য এ অবস্থায় ঘর থকেে বরে হওয়াই জায়যে নয়। নামাযরে জন্য মসজদিরে উদ্দশ্যে বরে হওয়া তো আরও দূররে বষিয়। কারণ এতে ফতিনা রয়ছে।আল্লাহ তা'আলা বলছেনে:"আপনি মু'মনি নারীদরেকে বলে দনি যনে তারা তাদরে দৃষ্টকিে নত রাখে এবং তাদরে লজ্জাস্থানরে হফিাজত করে।আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদরে সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।তারা যনে তাদরে ওড়না দয়িে বক্ষদশেকে আবৃত করে রাখে এবং নজি স্বামী... ছাড়া অন্য কারো কাছে তাদরে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।"[সূরা নূর২৪:৩১] আল্লাহ তা'আলা আরও বলনে :

“হে নবী, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের ‘জিলবাব’(সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনকারী চাদর)এর কিছু অংশ নিজেদের (মুখের) উপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদেরকে (দাসী নয়, স্বাধীন হিসেবে) চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবে না। আর আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আল-আহযাব৩৩:৫৯]

যয়নব আস-সাক্বাফিয়্যাহ হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: “আপনাদের (নারীদের) কেউ এশার সালাতে উপস্থিত হতে চাইলে, তিনি যেন সেই রাতে সুগন্ধি ব্যবহার না করেন।”অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, “আপনাদের (নারীদের) কেউ মসজিদে উপস্থিত হতে চাইলে, তিনি যেন সুগন্ধি স্পর্শ না করেন।”[সহীহমুসলিম (৪৪৩)]। সহীহ হাদিসসমূহে প্রমাণিত হয়েছে যে, মহিলা সাহাবীগণ তাদের কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডলসহ শরীর আবৃতকরে ফজরের জামাতে উপস্থিত হতেন। এতে কোন মানুষ তাদেরকে চিনতে পারত না।

‘আমরাহ বিনতে আব্দুর রহমান থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “আমি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামএর স্ত্রী আয়শোরাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন:“বর্তমানে নারীরা যা শুরু করেছেতো যদি রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামদেখতেন তবে তিনি মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়ানিষেধ করে দিতেন; যেভাবে বনী ইসরাঈলের নারীদের জন্য মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।আমরাহকে জিজ্ঞেস করা হলো: বনী ইসরাঈলের নারীদের জন্য কি মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল?তিনি বললেন: হ্যাঁ।[সহীহ মুসলিম (৪৪৫)]

এই দলীলগুলো থেকে স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় যে, মুসলিম নারী যদি তার পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলে এবং ফিতনার উদ্রেককারী ও দুর্বল ঈমানদারের মনআকর্ষণ সৃষ্টকারী সৌন্দর্যপ্রদর্শন থেকে বিরত থাকে, তবে তাকে মসজিদে সালাত আদায় করা থেকে নিষেধ করা যাবেনা। আর যদি সে এমন অবস্থায় থাকে যা মন্দ লোকদের মাঝে আকর্ষণ তৈরী করে এবং যাদের ঈমান নড়বড়ে তাদেরকে ফিতনায় ফেলে দেয় তবে তাকে মসজিদে প্রবেশেবাধা দেয়া হবে। বরং তাকে নিজ বাড়ির বাইরে যাওয়া থেকে এবং নারী-পুরুষ সবার জন্য উন্মুক্ত স্থানগুলোতে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেয়া হবে।”সমাপ্ত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে উছাইমীনরাহিমাহুল্লাহ মাজমূ আল-ফাতাওয়া(১৪/২১১) এ বলেছেন: “যদি ফিতনার আশংকা না থাকে তবে তারাবীর সালাতে নারীদের উপস্থিতি হওয়াতে কোন সমস্যা নেই।তবে শর্ত হলো- তারা শালীনভাবে সৌন্দর্য প্রকাশ না করে বের হবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।”সমাপ্ত শাইখ বকর আবু যাইদ তার ‘হিরাসাতুল ফাদ্বিলাহ’ (পৃ-৮৬) নামক গ্রন্থে নারীদের মসজিদে বের হওয়ার সকল শর্ত একত্রিত করেছেন। সেখানে তিনি বলেন:

“নিম্নোক্তবিধিবিধানের আলোকে মুসলিম নারীকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে:

(১) সে নিজে ফিতনায় পড়া অথবা তার দ্বারা অন্য কেউ ফিতনাগ্রস্ত হওয়া থেকে আশংকামুক্ত হওয়া।

(২) তার সেখানে উপস্থিতি হওয়ার ক্ষেত্রে শরিয়তকর্তৃক নিষিদ্ধ কোন বিষয় সংঘটিত না হওয়া।

(৩) রাস্তায় অথবা মসজদিে পুরুষদরে সাথে ভড়ি না করা।

(৪) সুগন্ধি ব্যবহার না করে বরে হওয়া।

(৫) পরপিূর্ণ হজিাব পরধিান করাযাতে কোন প্রকার সৌন্দর্য প্রকাশ না হয়।

(৬) নারীদরে জন্য মসজদিরে আলাদা প্রবশেপথ থাকা। যাতে নারীরাসে পথ দয়িে প্রবশে করতে পারে ও বরে হতে পারে।এই প্রসঙ্গে সুনানে আবু দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে হাদসি সাব্যস্ত হয়ছে।ে

(৭) নারীদরে কাতার পুরুষদরে কাতাররে পছিনে হওয়া।

(৮) নারীদরে কাতাররে মধ্যে উত্তম হলো সর্বশষে কাতার। আর পুরুষদরে ক্ষত্রেে এর বপিরীত।

(৯) যদি ইমাম নামাযে কোন ব্যতক্রিম করে তবে পুরুষরা তাসবীহ পাঠ করবে এবং নারীরা ডান হাতরে তালু দয়িে বাম হাতরে কব্জরি উপর তালি দয়িে শব্দ করব।ে

(১০) নারীরা পুরুষদরে আগে মসজদি থকেে বরে হব।ে নারীরা ঘরে পৌঁছা পর্যন্তপুরুষরা অপক্ষো করব।ে এ প্রসঙ্গে উম্মে সালামাহরাদয়িাল্লাহু আনহা থকেে সহীহ বুখারীতে ও অন্যান্য কতিাবে হাদসি প্রমাণতি হয়ছে।ে”সমাপ্ত